তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু ।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়ে নু ভূত্যৈ
কিংবা ভবেন্ন তব পদরজোজুষাং নঃ ॥ ১১।২৯।৫

"সেই পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ অশেষবন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্‌জন অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে? বিশেষতঃ যে অন্তর্য্যামীভাবে তোমার কৃত উপকার জানে, সে জন কি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে? যে তুমি বলি প্রভৃতিকে সাক্ষাৎরূপে আত্মদান করিয়াছ, সেই তোমার কত উপকার স্মরণ করিয়া সকলেই তোমার চরণে একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীকপিলদেবের উপদেশে "প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্" ৩।২৮।১৩ এইরূপে যে তোমার নিজসৌন্দর্য্যাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে, এই সংসার মধ্যে কোন্ জন সেই পরম-সুন্দর তোমার মুমূক্ষুব্যক্তি যেমন শ্রীকপিলদেব কথিত "তচ্চাপি চিত্ত বড়িশং শনকৈ র্বিযুঙ্‌ক্তে" ৩।২৮।৩৪ অর্থাৎমুমূক্ষাদোষদুষ্টচিত্তরূপ বড়িশ ধীরে ধীরে সেই পরম সুন্দর ভগবান হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে— এই উপদিষ্ট অধিকারী-বিশেষের মত তেমন পরিত্যাগ করিতে পারে?" বস্তুতঃ কেহই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে জন ত্যাগ করে, সে জন যে অত্যন্ত কৃতঘ্ন, সে বিষয়ে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই। তিনি কেমন—তাহাই পরিচয় করাইতেছেন। স্বরূপতঃই অখিল আত্মার দয়িত অর্থাৎ প্রাণকোটিশ্রেষ্ঠ এবং পরমেশ্বর। তেমনই শ্লোকোক্ত 'নু' অব্যয়টি বিতর্ক অর্থে; তোমা ভিন্ন কোন দেবতান্তরকে অথবা ধর্ম্মজ্ঞানাদিসাধনকে ঐশ্বর্য্যের জন্য অথবা সংসার বিস্মৃতিরূপ মোক্ষের জন্যই বা কোন্‌জন আশ্রয় করে? ফলতঃ কেহই আশ্রয় করিতে পারে না। আমাদের কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্যাদি ফলও তোমার ভক্তিরই অন্তর্ভূ'ত—ইহাই বলিতেছেন। "কো বা" এই মূলশ্লোকে বা শব্দ উল্লেখের দ্বারা যদ্যপি সেই ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভক্তিরই অন্তর্ভূ'ত, তথাপি আমরা সেই সকল ফলের প্রতি কিছুমাত্র আদর রাখি না—ইহাই সূচিত হইতেছে। শ্রীভগবদুক্তিতেও ১১।২০।৩২ শ্লোকে এইপ্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। "কর্ম্মের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা যাহা যাহা ফললাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগপ্রভাবে সুখে সেই সমস্ত ফললাভ করিয়া থাকে। হে উদ্ধব! কেমন করিয়া সেই ভক্ত ঐশ্বর্য্যাদি ফলও ত্যাগ করে, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করে না? আমিই বা কি উপকার করি?" তাহারই উত্তরে শ্রীউদ্ধব বলিলেন—